হিরণ্যগর্ভ সূক্ত

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ছন্দোবদ্ধ ও পাদবদ্ধ ঋক-মন্ত্রগুলিতে দেবস্তুতি এবং দেবতাদের নিকট অভীষ্ট পূরণের প্রার্থনা মুখ্য বিষয়বস্তু হলেও উচ্চতর দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ কতগুলি সূক্তও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে | ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের হিরণ্যগর্ভ সূক্তটি এইরকম একটি দার্শনিক সূক্ত | অতিপ্রাচীনকালেই আর্যগণের দার্শনিক চিন্তাধারা কি রকম সমুন্নতি লাভ করেছিল এই ধরণের সূক্তগুলি তার-ই পরিচয় বহন করেছে | হিরণ্যগর্ভসূক্তের দেবতা "হিরণ্যগর্ভ" | ঋগ্বেদের দেবতাতত্ত্ব সাধারণভাবে প্রকৃতিপূজার উপর প্রতিষ্ঠিত, এখানকার অধিকাংশ দেবতারাই বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি থেকে কল্পিত হয়েছেন | কিন্তু হিরণ্যগর্ভের পিছনে কোনো প্রাকৃতিক ভিত্তি নেই | বরঞ্চ মনীষাদীপ্ত প্রাচীন ঋষিকবিদের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক সুগভীর "জিজ্ঞাসা"বা জানবার ইচ্ছা থেকেই হিরণ্যগর্ভ জাতীয় দেবতাদের আবির্ভাব বলা যায় | ঋগ্বেদের ধর্মকে সাধারণভাবে বহুদেবতাবাদমূলক বলা হয়, কারণ ঋগ্বেদের ঋষিগণ বহুদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে স্তুতি রচনা করেছেন | কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত দেবতাদের উপরে এক ও অদ্বিতীয় এক বিরাট সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের মনের মধ্যে চিন্তার উদয় হয়েছিল | আবার অতিপ্রাচীনকালেই বহুদেবতাবাদের যুগেও দেবতাদের শক্তি এমন কি অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস বৈদিক সমাজের অন্ততঃ কিছু লোকের মনে দেখা দিয়েছিল | এ বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে ঋগ্বেদের বিখ্যাত ইন্দ্রসূক্তের একটি ঋক উল্লেখ করা হয় | এই সূক্তেই বৈদিক ঋষি অবিশ্বাসীর বিশ্বাস উত্পাদন করবার জন্য জোরালো ভাষায় ইন্দ্রের অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদন

করেছেন - "স জনাস ইন্দ্রঃ"(হে জনগণ তিনিই ইন্দ্র) | কিন্তু কেবলমাত্র বিশেষ কোনো দেবতার সর্বাতিশায়ী মহিমাকীর্ত্তনে নয়, প্রত্যক্ষভাবে সকল বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে এক-ই সত্তা বিরাজ করছেন এই দার্শনিক তত্ত্বটি ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশেই ব্যক্ত হয়েছে | ঋগ্বেদের প্রথমমণ্ডলেই দার্শনিক ঋষি এক-ই সত্তার ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ,অগ্নি,যম,মাতরিশ্বা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হওয়া কথা উল্লেখ করেছেন -"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" | দশমমণ্ডলের হিরণ্যগর্ভ সূক্তেও সেই এক-ই দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে | এখানে বহুদেবতার অস্তিত্বে ও যাগযজ্ঞের উপযোগিতায় সন্দিহান ঋষি একমাত্র হিরণ্যগর্ভকেই বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষাকর্তা দেবতারূপে বর্ণনা করেছেন | "হিরণ্যগর্ভ" সর্বাগ্রে আবির্ভূত হয়েছেন | জাত হয়েই তিনি নিখিলের একমাত্র পতি হলেন | তিনি পৃথিবী ও দ্যুলোককে ধারণ করেছেন | (তাঁকে ছাড়া) আর কাকে আমরা হবির দ্বারা অর্চনা করব ?" মন্ত্রে চতুর্থ পাদটি সূক্তের শেষ মন্ত্রটি ছাড়া আর সব কটি মন্ত্রে ধুয়োর মত ঘুরে ফিরে এসেছে | প্রশ্নবোধক এই পঙ্‌ক্তিটিতে সারল্যসূচক প্রশ্নের আড়ালে আসলে দেবতাস্তিত্বে সংশয়-ই প্রকাশ পাচ্ছে - এরকম অভিমত অনেকে প্রকাশ করেছেন | অনেকে আবার সংশয়বাদের এই তত্ত্বকে স্বীকার না করে প্রকৃতপক্ষে এখানে কস্মৈ-পদের দ্বারা কশব্দবাচ্য হিরণ্যগর্ভের-ই মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে - এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে চান | এই হিরণ্যগর্ভ পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রজাপতিরূপে সৃষ্টির একচ্ছত্র অধীশ্বর | ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে পুরুষকল্পনায় তার-ই প্রথম প্রতিশ্রুতি | তিনিই আত্মদা, তিনিই বলদা, সকল দেবগণ তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চলেন -"উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ" | মৃত্যু ও অমৃত -এই দুই এর-ই তিনি উত্সস্থল | তিনি-ই সমস্ত প্রাণিজগতের একমাত্র নিয়ন্তা, স্থাবর-

জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থের তিনি অধীশ্বর | সৃষ্টির চতুর্দিকে তাঁর-ই মহিমা প্রকাশিত | সুউচ্চ হিমবান পর্বত, সকল নদীর আশ্রয়স্থল সমুদ্র কিংবা তাঁর বাহুসদৃশ চতুর্দিগন্ত -এসব-ই তাঁর মহিমা ঘোষিত করছে | দ্যুলোক-পৃথিবীলোক তাঁর সামনে নত হয়, তাঁর-ই আশ্রয়ে সূর্য উত্তাপ বিতরণ করে | সেই বিরাট পুরুষ হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টিকর্তারূপে অগ্রণী, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে আপন মহিমাতে আপনি মগ্ন | বিশ্বপ্রকৃতির সকল কর্মের নিয়ন্তারূপে এবং সেই সঙ্গে সকল দেবগণের স্রষ্টা ও অধীশ্বররূপে এই যে এক বিরাট মহান পুরুষের কল্পনা, এই কল্পনাই পরবর্ত্তী উপনিষদ্ভাবনায় ব্রহ্মবাদে পরিণতি লাভ করেছে | বস্তুতঃ প্রকাণ্ড এই সৃষ্টিকাণ্ডের মূল কেন্দ্ররূপে যে সর্বব্যাপী সুমহান তত্ত্ব বিরাজ করছে, বিভিন্ন স্তরে বৈদিক ঋষিকবিদের মানসে তাই কখনো পুরুষরূপে, কখনো হিরণ্যগর্ভরূপে, কখনো প্রজাপতিরূপে, কখনো বা ব্রহ্মরূপে ধরা দিয়েছে | এই কল্পনা কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কখনো নৈর্ব্যক্তিক | কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকে বৈদিক ঋষিগণ যে সৃষ্টিরহস্য জানতে চেয়েছেন এবং জেনেছেন, হিরণ্যগর্ভের কল্পনা তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয় | অসত থেকে, অব্যক্ত থেকে প্রকাশিত সত-এর-ই বাঙ্ময়রূপ হিরণ্যগর্ভ | তিনিই স্রষ্টা ও সৃষ্টির আদিপুরুষ | তিনি নৈর্ব্যাক্তিক পরব্রহ্মের ব্যক্তরূপ |